পাতঞ্জল দর্শন।

(পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জল কৃত)

ও

মণিরত্নমালা।

(শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য্য কৃত)

[দুই খানি গ্রন্থের মূল ও বঙ্গভাষায়

“ভাবার্থ বোধিনী

ব্যাখ্যা

কলিকা

৩ নং বীডন স্কোয়ার নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭।

পাতঞ্জল দর্শন।

সমাধি-পাদ।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

হিরণ্যগর্ভ এবং অন্যান্য মহাত্মা কথিত যোগশাস্ত্র বলা যাইতেছে ॥ ১ ॥

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধের নাম যোগ ॥ ২ ॥

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে দ্রষ্টা * স্বরূপে অবস্থিত হন ॥ ৩॥

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

সেই অবস্থিতিকালে আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্ছন্ন থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তিনি নানা মনোবৃত্তির সহিত সংযুক্ত থাকায়, তৎস্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে ॥ ৪ ॥

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতর্য্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চপ্রকার মনোবৃত্তি। সেই পঞ্চপ্রকার আবার দ্বিধা উক্ত হইয়াছে। একপ্রকারের নাম ক্লিষ্ট † এবং অপর প্রকারের নাম অক্লিষ্ট ‡ ॥ ৫ ॥

---

* আত্মা। † ক্লেশদায়ক। ‡ ক্লেশ বিনাশক।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিকেই পঞ্চপ্রকার মনোবৃত্তি বলা যায় ॥ ৬ ॥

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

প্রমাণবৃত্তির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ॥ ৭ ॥

বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্। ৮ ॥

যাহা ভ্রমাত্মক মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম অপনীত হইলে, যে জ্ঞান স্থায়ী হয় না, সেই জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলে ॥ ৮ ॥

শব্দজ্ঞানানুপাতীবস্তু শূন্যোবিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

বস্তু না থাকিলেও তন্নামাত্মক শব্দজনিত যে, এবম্প্রকার মনোবৃত্তি স্ফুরিত হয়, সেই মনোবৃত্তিকে বিকল্প বলিলে ভুল হয় না। * ॥ ৯ ॥

অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনাবৃত্তিনিদ্রা ॥ ১০ ॥

অজ্ঞান অবলম্বিত সপ্রকাশ মনোবৃত্তিই নিদ্রা ॥ ১০ ॥

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

প্রত্যেক অনুভূত বিষয়ই চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে, ঐ প্রকার অঙ্কিত হইয়া থাকারই অপর নাম স্মৃতি ॥ ১১ ॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে প্রত্যেক মনোবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইতে পারে ॥ ১২ ॥

---

* খ পুষ্প না থাকিলেও উহা বলিবামাত্র তোমার মনে এক প্রকার বৃত্তির উদয় হয়।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্ত স্থির করিবার জন্য, রজস্তমোবৃত্তিশূন্য যে যত্ন, তাহাকেই অভ্যাস কহা যায় ॥ ১৩ ॥

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারা
সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রযত্নসহকারে মনোনিবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল ঐ প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে তবে তাহা সুদৃঢ় ও নিশ্চল হয় ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য
বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

যাঁহার সমস্ত শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, যিনি সমস্ত দৃষ্টবিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়াছেন, তাঁহারই বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে ॥ ১৫ ॥

তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

পরমবৈরাগ্য স্ফুরিত হইলে, প্রকৃতি পুরুষ যে পরস্পর অভেদ নয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানপ্রভাবে প্রাকৃতিক গুণনিচয়ের প্রতিও বীতস্পৃহ হইতে হয় ॥ ১৬ ॥

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

যে সংশয় বিপর্য্যয় বিরহিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিবলে ভাব্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, বিতর্ক বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ক্রমে তাহা চারিভাগে বিভক্ত ॥ ১৭ ॥

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃসংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ যখন সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি হয়,

তখন চিত্ত প্রত্যেক সংস্কার পরিশূন্য হয়, সেই অবলম্বনরহিত অপূর্ব্ব অবস্থাকেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায়॥ ১৮॥

ভব প্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্॥ ১৯॥

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিমূলক বিদেহলয়, কিম্বা প্রকৃতিলয় উভয়ই মুক্তির কারণ হয় না। যেহেতু উভয়ই অবিদ্যা পরিশূন্য নহে। নিদ্রার পরে জাগরণ হইলে যেমন, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তদ্রূপ ঐ উভয়বিধ অনাত্মলয়ের পরেও চিত্ত পুনঃপুনঃ সাংসারিক ব্যাপারে আসক্ত হয়॥ ১৯॥

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বকইতরেষাম্॥২০॥

যিনি যোগ সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধিবলে অতুল প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইয়াছেন। কোন প্রাকৃতিক প্রলোভন আর তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। তিনিই বিদেহলয় এবং প্রকৃতিলয় বিহীন উপায় প্রত্যয়শীল নিত্যমুক্ত যোগী হইয়াছেন। তিনিই চিরকালের জন্য স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন॥ ২০॥

তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ॥ ২১॥

তীব্র কার্য্যশক্তিসম্পন্ন সংস্কারের নাম সম্বেগ। তীব্র সম্বেগশালী যোগীরই শীঘ্র সমাধি হয়॥ ২১॥

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ॥ ২২॥

মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে তিন প্রকার সম্বেগ আছে। মৃদু সম্বেগশীল যোগীর সমাধি বিলম্বে হয়। মধ্য সম্বেগবিশিষ্ট হইলে তদপেক্ষা শীঘ্র হয়। যাঁহার অধিমাত্র সম্বেগ হইয়াছে, অতি শীঘ্রই তিনি সমাধিমগ্ন হন॥ ২২॥

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

শুদ্ধভক্তি সহকারে ঈশ্বরের অর্চনা করিলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকারী হওয়া যায় ॥ ২৩ ॥

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ
পুরুষবিশেষঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

যে পরমপুরুষকে, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক * এবং আশয় অধীন করিতে পারে না, যিনি সর্ব্বাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

যিনি ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব-বীজ নিহিত আছে ॥ ২৫ ॥

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

তিনি ব্রহ্মা এবং সমস্ত দেবগণের ও গুরু। তিনি চির-কাল আছেন ॥ ২৬ ॥

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তিনি ওঙ্কারের বাচ্য। তাঁহার নাম ওঁ ॥ ২৭ ॥

তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

ঈশ্বরবাচক প্রণব জপ করিতে করিতে, সেই ঈশ্বরবাচক প্রণবের অর্থ ভাবিতে ভাবিতে একাগ্র হওয়া যায়। সম্যক্ একাগ্রতার উদয়ে সমাধি হয় ॥ ২৮ ॥

---

* কর্ম্মফল।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

নিয়ত প্রণব জপ এবং তদর্থ ভাবনা করিলে, সমস্ত যোগ-বিঘ্নই অপসারিত হয়। ক্রমে সমলচিত্ত অমল হয়। নিজ দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাকে জানিলে স্বভাবতঃ সমাধিশক্তির স্ফুরণ হয় ॥ ২৯ ॥

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানিচিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ॥৩০॥

ব্যাধি, স্ত্যান, * সংশয়, প্রমাদর আলস্য, অবিরতি ‡ ভ্রান্তিদর্শন § অলব্ধভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব, ¶ প্রভৃতি বিষম বিঘ্ননিচয় প্রভাবে সমাধি লাভ করা যায় না। ঐ সকল চিত্ত বিক্ষেপের বিশেষ অন্তরায় ॥ ৩০ ॥

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব-
শ্বাসপ্রশ্বাসাবিক্ষেপসহ ভুবঃ ॥ ৩১ ॥

দুঃখ, শারীরিক কম্প, শ্বাস, প্রশ্বাস এবং ইচ্ছার ব্যাঘাত-জনিত ক্ষোভ হইতে যে মনোবিকার উপস্থিত হয়, তাহা সমাধি সম্বন্ধে মহাবিঘ্ন ॥ ৩১ ॥

---

* সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছার অভাব না থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতার অভাবের নাম স্ত্যান।

† উদাসীন ভাব, নিরুদ্যম ভাব।

‡ অনিবার্য্য বিষয়াশক্তি।

§ ভ্রান্তিমূলক অনিত্যজ্ঞান।

¶ নানা বিঘ্ন বশতঃ যোগশক্তির অপ্রাপ্তি। চিত্ত-চাঞ্চল্য।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

ঐ সকল প্রতিবন্ধক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এক মাত্র ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হইবে, একাগ্রভাবে একমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানই অভ্যাস করিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা-
পুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্যের সুখে সুখবোধ হইলে, অন্যের দুঃখে দয়া হইলে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্যের পাপে উপেক্ষা করিলে, চিত্তে যে এক অপূর্ব্ব অমল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রফুল্লতাময় চিত্তপ্রসাদ। সেই ভাবময় চিত্তপ্রসাদই সমাধির জনক ॥ ৩৩ ॥

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

পুনঃপুনঃ বহির্ব্বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে অন্তরে ধারণ করিয়া পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিলেও চিত্তস্থির হইতে পারে। চিত্ত স্থির হইলে একাগ্র হওয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না-
মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

দিব্যজ্ঞানময়ী সর্ব্ববিষয়বতী প্রবৃত্তি প্রভাবে সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্বতত্ত্বময়চিত্ত করিতে পারিলেও তাহা সুস্থির হয়, সেই সুস্থির চিত্ত এরূপ সুনির্ম্মল হয় যে, তৎপ্রভাবে দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করা যায়। দিব্য শব্দ শ্রবণ করা যায়। দিব্য রস আস্বাদন করা যায়। দিব্য রূপ দর্শন করা যায়। দিব্য সুখ

অনুভব করা যায়। এই সকল ফল প্রত্যক্ষ করিলে স্বভাবতঃ আরও যোগানুশীলনে চিত্ত সুদৃঢ় হয়॥ ৩৫ ॥

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

মনোস্থির হইলে এক প্রকার অপরূপজ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে জ্যোতির তুলনা নাই। তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি চিরকালের জন্য অশোক হইয়াছেন। তিনি সেই জ্যোতিষ্মতী সাত্ত্বিকীবুদ্ধিপ্রভাবে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকারী হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

বীতরাগবিষয়ং বাচিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

পরমবৈরাগীদিগের বৈরাগ্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও চিন্তা করিলে চিত্ত স্থির হয়। চিত্ত স্থির হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আর বিলম্ব থাকে না ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে কোন দিব্যমূর্ত্তি দর্শন, অথবা অপ্রাকৃত সুখানুভব হইলে, জাগিবামাত্র যদি সেই দিব্যমূর্ত্তি এবং অনুভূতসুখ চিন্তা করা যায়, তাহা হইলেও একাগ্রচিত্ত হওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

নিজের অভিমত যে কোন দিব্যবস্তু ধ্যান কর না কেন, তৎপ্রভাবে অবশ্যই একাগ্রশক্তি প্রবল হইবে ॥ ৩৯ ॥

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

উক্ত অভ্যাসগুলি দ্বারা সুনির্ম্মল স্থিরচিত্ত হইলে, পরমাণু হইতে পরম মহৎ পরমাত্মাকে পর্য্যন্ত বশে আনা যায় ॥ ৪০

ক্ষীণ বৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্র হীতৃগ্রহণ
গ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

অতি স্থূল হইতে যখন অতি সূক্ষ্ম বস্তুতে পর্য্যন্ত মনোস্থির করিবার সামর্থ্য হইবে, তখনি ঈশ্বরে মনোলয় হইবে। তখন কোন বস্তুতে, কোন তত্বে মনোস্থির করিতে হইলেই, বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। তখন সম্যক্ প্রকারে মনোবশ হইবে। তখন আর একাগ্রতা অভ্যাসের প্রয়োজনও হইবে না। তখন কোন স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম জ্ঞেয় অবলম্বনে মনোস্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, তখন নির্ম্মল স্ফটিক যেমন, যখন যে বর্ণের, যে পদার্থের সন্নিহিত করা হয়, তখন তাহা যেমন সেই বর্ণের সেই পদার্থে রঞ্জিত হইয়া যায়। তদ্রূপ অদ্ভুত একাগ্রতাবলে নিবৃত্তিক নির্ম্মলচিত্তও সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্ববিষয়ে এমন কি ঈশ্বরে পর্য্যন্ত নিবেশিত হইতে পারে। এবং তন্নিবন্ধন ফলভোগও করিতে পারে * ॥ ৪১ ॥

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২॥

ঐ সকল সমাপত্তির † মধ্যে যে সমাপত্তিশব্দ অথবা যে সমাপত্তির অর্থ ধ্যাতার স্পষ্ট বোধ হয় না, সেই সমাপত্তির নামই সবিতর্ক সমাধি ॥ ৪২ ॥

---

* কাষ্ঠ অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে, অগ্নির ন্যায় কাষ্ঠও দাহ করে। তখন অগ্নি যে সকল ফলভাগী, কাষ্ঠও সেই সকল ফলভাগী হয়।

† সমাপত্তি অর্থে তন্ময়তা।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে
বার্থমাত্রনির্ভাসানির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

ধ্যাতা; ধ্যেয়বস্তুবাচক শব্দার্থ বিস্মৃত হইলে, কেবল মাত্র তাঁহার চিত্তে ধ্যেয় প্রকাশিত থাকে না। সেই কেবল মাত্র ধ্যেয়বস্তুর প্রকাশকেই নির্বিতর্ক সমাধি বলা যায় ॥ ৪৩ ॥

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ
সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখাতা ॥ ৪৪ ॥

কথিত সবিতর্ক নির্বিতর্ক সমাধির ব্যাখ্যা দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার নির্বিচার সমাধিও নির্ণয় করা হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গ পর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার ও নির্বিচার সমাধি, প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃতি পর্য্যন্তই তাঁহাদের সীমা ॥ ৪৫ ॥

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

ঐ সকল সমাধি সবীজসমাধির * অন্তর্গত ॥ ৪৬ ॥

নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্বিচার সমাধিপ্রভাবে সুবিমলচিত্ত হইলে, সর্ব্ব প্রকাশক অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয়। সেই অধ্যাত্মপ্রসাদেরই অপর নাম অধ্যাত্মবিজ্ঞান † ॥ ৪৭ ॥

---

* যে সকল সমাধির অবসানে পুনর্ব্বার সংসারাশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহারাই সবীজনামে অবিহিত হইয়াছে।

† অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

সেই অধ্যাত্মপ্রসাদবলে ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞা * স্ফুরিত হয় ॥৪৮॥

শ্রুতানুমান প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ ॥ ৪৯॥

শ্রুতানুমানজাত, † অথবা অন্য কোন প্রকার প্রজ্ঞাই সর্ব্বজ্ঞানময়ী সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা সর্ব্বশক্তিশালিনী ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞার সমতুল্য নহে। ঋতম্ভরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞারই তুলনা হইতে পারে না॥ ৪৯ ॥

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

তৎপ্রসূত সংস্কারবলে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কারই বিনষ্ট হয় ॥ ৫০ ॥

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃসমাধিঃ ॥৫১॥

তৎপ্রভাবে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার বিনষ্ট হইলে, তাহাও নিরুদ্ধ হয়। তাহা নিরুদ্ধ হইলে, সর্ব্বনিরোধক নির্ব্বীজসমাধির আবির্ভাব হয়। নির্ব্বীজ সমাধি ‡ হইলে, চিত্ত সর্ব্ববৃত্তি শূন্য হয়। তখন তাহার কোন গুণ, কোন ক্রিয়া থাকে না, তখন তাহা আপনার প্রসূতি মূল প্রকৃতিতে লয় হয়। তখন আত্মাও নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইয়া কেবল মাত্র হন॥ ৫১ ॥

ইতি সমাধিপাদ।

---

* যে প্রজ্ঞাবলে কেবল সত্যই প্রকাশিত হয়। ঋত অর্থে সত্য।

† শ্রুতানুমানজাত প্রজ্ঞাকেই ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞাও অনুমানপ্রসূত প্রজ্ঞা বলা যায়।

‡ বীজশূন্য সমাধি। যে সমাধিতে চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তিটীরও অভাব হয়।

সাধন-পাদ।

—•—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

তপস্যা, স্বাধ্যায় * এবং ঈশ্বর প্রণিধানকেই † ক্রিয়া-যোগ বলা যায় ॥ ১ ॥

স সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

ঐ ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান অভ্যাস করিতে করিতে নানাপ্রকার ক্লেশের ক্ষয় হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাধির অনুকূলশক্তিও বৃদ্ধি হইতে থাকে ॥ ২ ॥

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশই পঞ্চপ্রকার ক্লেশের পঞ্চনাম ॥ ৩ ॥

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং
প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারানাম্ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যা হইতেই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ উৎপন্ন হয়। উহারা সকল সময়ে একভাবে থাকিয়া কথন প্রসুপ্ত

---

* ঈশ্বরবোধক নানা শব্দের জপ, অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন ও বেদাভ্যাসে রত হওয়াকেই স্বাধ্যায় বলি।

† কামনাশূন্য হইয়া একাগ্রতার সহিত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করার নামই ঈশ্বরপ্রণিধান।

* কখন সূক্ষ্ম, কখন বিচ্ছিন্ন, † এবং কখন বা উদারভাবে ‡ চিত্তে বিরাজিত রহে ॥ ৪ ॥

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-
শুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মাবোধ করাই অবিদ্যা ॥ ৫ ॥

দৃক্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

দৃকশক্তির § সহিত দর্শনশক্তি ¶ অভেদ নয়, অথচ উভয়ে অভেদ বলিয়া যে বোধ হয়, সেই বোধের নামই অস্মিতা ॥ ৬ ॥

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বানুভূত সুখস্মৃতি অনুসারে, সেইরূপ সুখভোগের পুনরেচ্ছাই রাগ ॥ ৭ ॥

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

অনুভূত দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আর তাহা ভোগ না করিতে হয়, এরূপ বীতরাগের সহিত তন্নিবারণের যে আন্তরিক চেষ্টা, তাহারই নাম দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥৯॥

পুনঃপুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করায়, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সমস্ত

---

* অব্যক্ত। † বিচ্ছেদবিশিষ্ট।
‡ উদার ভাব অর্থে ক্রিয়মান ভাব।
§ দৃকশক্তি অর্থে আত্মা।
¶ বুদ্ধিতত্ত্বকেই দর্শনশক্তি বলা যায়।

জীবের মনোমধ্যেই সেই সকল মৃত্যুযন্ত্রণা সম্বন্ধীয় রাশি রাশি সংস্কাররূপ স্মৃতি হইতে যে মরিবার অনিচ্ছা স্ফূরিত হয়, তাহাকেই অভিনিবেশ বলা যাইতে পারে ॥ ৯ ॥

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ক্রিয়াযোগ প্রভাবে ঐ পঞ্চপ্রকার ক্লেশই নিস্তেজ হইতে থাকে। তৎপরে সমাধি হইলে নিস্তেজ ক্লেশগুলিও অন্তর্হিত হয় ॥ ১০ ॥

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

কেবল ধ্যানের দ্বারা ঐ সকল ক্লেশের সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্ষীণ হইতে পারে ॥ ১১ ॥

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়োদৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্লেশই দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ। যে সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম জীবের বর্ত্তমান জন্মে বেদনার কারণ হয়, তাহারাই দৃষ্টজন্মবেদনীয়। আর যাহারা ভবিষ্যৎ কোন জন্মে বেদনার কারণ হয়, তাহারাই অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ॥ ১২ ॥

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ক্লেশ থাকিলেই ক্লেশ হইতে উৎপন্ন কর্ম্মাশয়ের জন্ম, মরণ, জাতি প্রভৃতি বিবিধ ফল ও থাকিবে ॥ ১৩ ॥

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

সুখ দুঃখই জাতি এবং জন্ম মরণ প্রভৃতির ফল। কারণ উহারা পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্ম্মাশয়নামক কারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৪ ॥

পরিণামতাপসংস্কার দুঃখৈগুর্ণবৃত্তি
বিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

বর্ত্তমান পরিতাপরূপ দুঃখ ভবিষ্যৎ সংস্কাররূপ দুঃখে পরিণত হয় দেখিয়া, ত্রিগুণের পরস্পর বিরোধ ভাব দেখিয়া, সুখের পরিণাম দুঃখ এবং দুঃখের পরিণাম সুখ দেখিয়া বিবেকী মহাপুরুষেরা সমস্তই দুঃখ এবং দুঃখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু নিদারুণ মোহবশতঃ অবিবেকী ব্যক্তিদিগের ঐ প্রকার ধারণা হয় না ॥ ১৫ ॥

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

ভবিষ্যতে আর না দুঃখ হয়, এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ॥১৬॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

আত্মার সহিত বুদ্ধির সংযোগই দুঃখের কারণ ॥ ১৭ ॥

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ-গুণাত্মক প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়গণ দৃশ্য এবং তাহারা সকলেই দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯॥

ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বিশেষ অবশেষ, লিঙ্গ এবং অলিঙ্গ-নামক চতুর্ব্বিধ অবস্থাক্রমে বিকাশিত হন। পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়গণই প্রকৃতির বিশেষ অবস্থার অন্তর্গত। অবিশেষ

অবস্থার অন্তর্গত সূক্ষ্মতম ভূত সকল এবং অহঙ্কার। প্রকৃতির আদি কার্য্য মহত্তত্ত্বই লিঙ্গ। শক্তি সমষ্টিস্বরূপ অবিকৃত মূল প্রকৃতিই অলিঙ্গ নামে অভিহিত হন॥ ১৯॥

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ॥ ২০॥

বুদ্ধির সহিত একীভূত হইলে অদ্রষ্টা শুদ্ধাত্মাকে দ্রষ্টা বলা হয়। বাস্তবিক তিনি জ্ঞানাদিধর্ম্ম বর্জ্জিত, শুদ্ধ চিন্মাত্রপুরুষ। তাঁহার কোন প্রকার অন্যথা ভাব নাই। কেবল বুদ্ধি সংযোগেই নানা প্রকার পরিণাম ও বিকৃতি সংঘটিত হয়॥ ২০॥

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা॥ ২১॥

চতুর্ব্বিংশ অবস্থাসম্পন্ন প্রকৃতি নানারূপে পরিণত হইয়া, বুদ্ধি সমন্বিত চিদাত্মার ভোগ্য হইতেছেন। কিন্তু যিনি প্রকৃতির পরিণাম তত্ত্ব অবগত হইয়া সাবধান হইয়াছেন, তাঁহাকে আর প্রকৃতিতে রত হইতে হয় না। তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি অদৃশ্য॥ ২১॥

কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ॥২২॥

প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন চিদাত্মার পক্ষে প্রকৃতি অদৃশ্য এবং নষ্ট প্রায় হইলেও অবিবেকী অমুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে তিনি অদৃশ্য অথবা নষ্ট প্রায় নন। ঐ প্রকার অবিবেকী অমুক্ত পুরুষকে সম্পূর্ণ অধীনে রাখেন॥ ২২॥

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ॥২৩

পুরুষ প্রকৃতির পরস্পর সংযোগই উভয়ের স্বরূপ উপলব্ধির কারণ॥ ২৩॥

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

সংযোগের হেতু অবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

তদভাবাৎসংযোগাভাবোহানংতদ্দৃশেঃকৈবল্যম্॥২৫

অবিদ্যার অভাব হইলে, পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগেরও অভাব হয়। সংযোগের অভাব হইলে পুরুষ কেবল শুদ্ধ চিদাত্মা হন, তখন তাঁহার কৈবল্য হয়। কৈবল্যই প্রকৃত মুক্তি ॥ ২৫ ॥

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী বিবেকপ্রসূত প্রজ্ঞাই অবিদ্যা ত্যাগের প্রধান উপায় ॥ ২৬ ॥

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ ॥ ২৭ ॥

সেই প্রজ্ঞার সাত প্রকার অবস্থা ॥ ২৭ ॥

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়েজ্ঞান-
দীপ্তিরাবিবেক খ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

কয়েকটী যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান প্রভাবে মনোমালিন্য ক্ষয় হইলে, জ্ঞানদীপ্তিময়ী বিবেকপ্রসূত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয় ॥২৮॥

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান
সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি, এই অষ্ট প্রকার যোগাঙ্গ ॥ ২৯ ॥

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাযমাঃ ॥ ৩০ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকেই যম বলা যায় ॥ ৩০ ॥

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ
সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

উক্ত পঞ্চ প্রকার যম যদ্যপি জাতি, দেশ, কাল ও সময় কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন না হইয়া, সর্ব্বাবস্থায় সমানভাবে আচরিত হয়, তাহা হইলে উহাদের এক একটীকে মহাব্রত বলা যাইতে পারে ॥ ৩১ ॥

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর
প্রণিধানানিনিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা সাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান। এই পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠানকেই নিয়ম বলা যায় ॥ ৩২ ॥

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

যোগবিঘ্ন হিংসা প্রভৃতি বিতর্ক নিবারণ করিতে হইলে, যোগের অনুকূল অবিতর্ক অহিংসা প্রভৃতির যাহাতে স্ফুরণ হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হয় ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা
লোভমোহাক্রোধপূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা
দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতিপ্রতিপক্ষভাবনম্ ॥৩৪॥

লোভ, মোহ এবং ক্রোধ বশতঃই নিজ ইচ্ছাক্রমে অপর কাহারো অনুরোধে অথবা নিজ অনুমোদনের দ্বারা হিংসা প্রভৃতি বিবিধ বিতর্ক সম্পাদন করা হইয়া থাকে। ঐ লোভ মোহ এবং ক্রোধ, মৃদু, মধ্য অথবা উগ্রভাবে উৎপন্ন হয়। মৃদুভাবে লোভ, মোহ কিম্বা ক্রোধের উদয় হইলে, হিংসা

প্রভৃতি বিতর্কও মৃদু হয়। ঐ সকল মধ্যভাবে উদিত হইলে, হিংসা প্রভৃতি বিতর্কও মধ্য হয়। উহারা উগ্রভাবে উদিত হইলে, হিংসা প্রভৃতি বিতর্কও উগ্র হয়। হিংসা প্রভৃতি বিতর্কবৃত্তি যে কোন প্রকারেই স্ফুরিত হউক না কেন, তাহারা দুঃখ অজ্ঞান এবং ঐ উভয়ের অনন্ত ফল উৎপন্ন করে, এই ভাবে ভাবনার নামই প্রতিপক্ষভাবনা। এই প্রতিপক্ষভাবনাবলে, হিংসাদি বিতর্কনিচয়ের দোষ অনুসন্ধানে ঐ সকল হইতে যে সকল দুঃখ হয়, তাহাদের আলোচনায় সমস্ত বিতর্কেরই নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৪ ॥

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥৩৫॥

যে মহাপুরুষ সম্পূর্ণ হিংসাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে হিংস্র বণ্য জন্তুরাও হিংসা পরিত্যাগ করে, তিনি হিংস্র জন্তুদিগের সহবাসেও নিরাপদে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ৩৫ ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥৩৬॥

সত্যে প্রতিষ্ঠা জন্মিলে, সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা না কহিলে, বাক্‌সিদ্ধি হয়। কেহ যদ্যপি কখন ভক্তি হইবার কোন অনুষ্ঠান না করিয়া থাকেন, অথচ কোন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ যদি তাঁহার ভক্তি হইবে বলেন, তাহা হইলে সেই ভক্তি প্রাপ্তির অনুকূল কার্য্য সকল না করিয়াও সেই সকল কার্য্যের ফল ভক্তি লাভ করেন ॥ ৩৬ ॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

সম্পূর্ণরূপে চৌর্য্য ত্যাগ হইলে, সমস্ত রত্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

যিনি নিষ্কাম হইয়াছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অতুল বিক্রম, অদ্ভুত শক্তিলাভ হইয়াছে। যে শক্তি প্রভাবে কত অলৌকিক কার্য্য করিতে পারেন ॥ ৩৮ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধ ॥ ৩৯ ॥

দৃঢ়রূপে অপরিগ্রহ বৃত্তির স্ফূরণে যখন সর্ব্বত্যাগ হয়, যখন সকল প্রকার ভোগ বিলাসে বীতরাগ হয়, তখন নিজের সকল জন্মবৃত্তান্তই সুগোচর হয় ॥ ৩৯ ॥

শৌচাৎ সাঙ্গজুগুপ্সা পরৈপরসঙ্গশ্চ ॥ ৪০ ॥

শৌচ সিদ্ধ হইলে, নিজ শরীর পর্য্যন্ত অশুচি বোধ হয়। সেই জন্য নিজ শরীরের প্রতি পর্য্যন্ত ঘৃণা ও বীতরাগ হয়। শৌচসিদ্ধের পর পরসঙ্গেচ্ছা ও ত্যাগ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

**সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্রেন্দ্রিয়-
জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি ॥ ৪১ ॥**

বাহ্যশৌচ সিদ্ধ হইয়া, পরে অন্তর শৌচ সিদ্ধ হইলে, সত্ত্বশুদ্ধি * হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইতে সৌমনস্য † হয়। সৌমনস্য হইতে একাগ্রতা ‡ হয়। ইন্দ্রিয়জয় হইতে আত্মদর্শন-শক্তি § হয় ॥ ৪১ ॥

---

* অপূর্ব্ব সুখপ্রকাশিনী সাত্ত্বিকী বুদ্ধি শুদ্ধি।
† সৌমনস্য অর্থে খেদ সম্পর্ক বিহীনা মানসী প্রীতি।
‡ স্থৈর্য্য।
§ আত্মজ্ঞান।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

পূর্ণ সন্তোষ হইতে উত্তম সুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠসুখ লাভ হয়, সুখের অপর নাম দিব্যসুখ ॥ ৪২ ॥

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধি ক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্ধেও সিদ্ধ হওয়া যায়। তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে নিজ বশে আনা যায়। নিজ ইচ্ছানুসারে শরীরকে অতি স্থূল কিম্বা অতি সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়দিগকে সুদূরবর্ত্তি অতি সূক্ষ্ম ব্যবহিত পদার্থ নিচয়েও নিয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৪৩ ॥

স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রযোগঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায় সিদ্ধ হইলে, ইষ্টদেবতা সন্দর্শন এবং তাঁহার সহিত সম্ভাষণ ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বর প্রণিধান * দ্বারা সমাধি হয় ॥ ৪৫ ॥

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

যে উপবেশন পদ্ধতি নিশ্চল, এবং উদ্বেগশূন্য এবং সুখজনক হয়, তাহাই প্রকৃত আসন ॥ ৪৬ ॥

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

স্বভাবতঃ যে সকল পদ্ধতিক্রমে উপবেশন করা হয়,

---

* ঈশ্বর প্রণিধান অর্থে ভগবানে চিত্ত নিবেশ। ঈশ্বর প্রণিধানে শুদ্ধভক্তি আছে। সেই শুদ্ধভক্তি বলে ঈশ্বর প্রণিধাতার সমাধি হয়।

যোগশাস্ত্রীয় উপদেশক্রমে সে সকল পরিহার পূর্ব্বক যোগী-দিগের পদ্ধতি অনুসারে আসন অভ্যাস করিতে করিতে অনন্তে মগ্ন হইতে পারিলে, অচৈতন্যবারক তদাত্ম্য * প্রাপ্তি হয়। তদাত্ম প্রাপ্তি হইলে আসন অভ্যাসে কোন কষ্টবোধই হয় না॥ ৪৭॥

ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ॥ ৪৮॥

আসন সিদ্ধি দ্বারা শীত গ্রীষ্মে অভিভূত হইতে হয় না। তদ্দ্বারা ক্ষুৎপিপাসাও ব্যাকুল করিতে পারে না। তাহা প্রাণায়ামের বিশেষ অনুকূল॥ ৪৮॥

তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি-
বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ॥ ৪৯॥

আসন সিদ্ধি বশে শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির ব্যতি-ক্রম করিয়া যোগশাস্ত্রমতে রেচক, পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা যাহা সমাধা করা যায়, তাহাই প্রাণায়াম॥ ৪৯॥

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভ বৃত্তির্দেশকাল-
সংখ্যাভিঃপরিদৃষ্টোদীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ॥ ৫০॥

একই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম বাহ্যবৃত্তি, † দ্বিতীয় ভাগের নাম অভ্যন্তরবৃত্তি, ‡

তন্ময়তা।

† যে বৃত্তি দ্বারা আভ্যন্তরিক বায়ু বহির্গত করা হয়, তাহা-কেই বাহ্যবৃত্তি বলা যায়। বাহ্য বৃত্তিরই অপর নাম রেচক।

‡ যে বৃত্তি প্রভাবে বহির্বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহ মধ্যে পূরণ করা হয়, তাহারই নাম অভ্যন্তরবৃত্তি। সেই অভ্যন্তরবৃত্তিকেই পূরক বলা যায়।

তৃতীয় ভাগের নাম স্তম্ভবৃত্তি *। ঐ তিন আবার দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে দেশ কাল এবং সংখ্যার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। রেচক প্রাণায়ামের দেশ বহির্ভাগে, রেচক প্রাণায়াম করিবার সময় বহির্ভাগে রেচিত বায়ু যদি অধিক দূর যায়, তাহা হইলে তাহার নাম দীর্ঘ, অল্পদূরে যাইলে তাহার নাম সূক্ষ্ম। অভ্যন্তরই পূরক ও কুম্ভকস্থান। পূরক ও কুম্ভক করিবার সময় শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্রে বায়ু পূর্ণ হইলে, দীর্ঘ বলা যায়। তদ্বিপরীত হইলে সূক্ষ্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। কালের দ্বারা ঐ তিন প্রাণায়ামের দীর্ঘতা অথবা সূক্ষ্মতা স্থির করিতে হইলে, ঐ তিনের স্থিতিকাল নির্ব্বাচন করিতে হয়। ঐ তিন অধিক স্থায়ী হইলে উহাদের দীর্ঘ বলা যায়। অল্প স্থায়ী হইলে সূক্ষ্ম। সংখ্যা অনুসারে মন্ত্র জপ দ্বারা ঐ তিনের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট অধিক জপে যে সকল প্রাণায়াম শেষ হয়, সে গুলি দীর্ঘপ্রাণায়াম। অল্প সংখ্যক জপে শেষ হইলে সূক্ষ্ম প্রাণায়াম বলা যাইতে পারে॥ ৫০॥

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ॥ ৫১॥

প্রাণায়াম কর্ত্তা যদ্যপি নিজ শরীরের অন্তঃ বাহ্য বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠান চতুর্থ শ্রেণির প্রাণায়াম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে॥ ৫১॥

---

* স্তম্ভবৃত্তি দ্বারা পূরিত বায়ু অন্তরে রোধ করা যায়। ঐ স্তম্ভবৃত্তিরই এক নাম কুম্ভক।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশবরনম্ ॥ ৫২ ॥

ধরনাসুযোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

ঐ চতুর্ব্বিধ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে যখন সিদ্ধ হওয়া যায়, তখন শর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক বুদ্ধি-সত্বের প্রকাশ হয়। বুদ্ধিসত্বের প্রকাশে মানোস্বরূপ অপ্র-চ্ছন্ন হইলে, তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা হয়। সেই ক্ষমতাবলে ধারণাশক্তি স্ফূরিত হয় ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ইতীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহার ॥ ৫৪ ॥

যে সকল বিষয়ে, যে সকল বস্তুতে, ইন্দ্রিয়গণ আসক্ত আছে, সেই সকল বিষয়, সেই সকল বস্তু হইতে তাহাদের বিরত করিয়া, সম্যক প্রকারে বিকৃতিবিহীন করিয়া, নির্ব্বিকার চিত্ত স্বরূপের অধীন করার নামই প্রত্যাহার ॥ ৫৪ ॥

ততঃ পরম বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ঐ প্রকার প্রত্যাহার প্রভাবে অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত হয় ॥ ৫৫ ॥

ইতি সাধন পাদ।

বিভূতি-পাদ।

—•—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

নাড়ীচক্রে, ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে অথবা কোন দিব্যমূর্ত্তিতে চিত্ত আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা ॥ ১ ॥

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই ধারণাশক্তি প্রভাবে কোন শারীরিক অথবা অধ্যাত্ম পদার্থে চিত্ত নিবেশিত হইলে, সেই শারীরিক অথবা অধ্যাত্ম পদার্থে জ্ঞানময়ী চিত্তবৃত্তি নিচয়ের যে অবিচ্ছেদ স্থির আলম্বন তাহাকেই ধ্যান বলা যায় ॥ ২ ॥

তদেবার্থমাত্র নির্ভাসংস্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ধ্যাতৃ, ধ্যান জ্ঞানবিহীন ধ্যেয় স্বরূপবোধক যে বিজ্ঞানময়ী শক্তি, তাহাই সমাধি ॥ ৩ ॥

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

পার্থিব কিম্বা অপার্থিব কোন বস্তুতে অথবা বিষয়ে ধারণা, ধ্যান সমাধির যে সম্মিলিত প্রয়োগ, তাহারই এক নাম সংযম ॥ ৪ ॥

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

সংযম আয়ত্ত হইলে দিব্যজ্ঞানময়ী পরমাবুদ্ধি স্ফুরিত হয়। সেই বুদ্ধিপ্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয়। অসাধ্য সাধ্য হয়। তৎপ্রভাবে করা যায় না এমন কার্য্যই নাই ॥ ৫ ॥

তস্য ভূমিষুবিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

প্রথমতঃ স্থূলবস্তু নিচয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৬ ॥

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

সংযম অপেক্ষা যমনিয়মাদি সমাধির অন্তরঙ্গ নয়। সংযম বলে অতি সূক্ষ্ম বস্তুতেও চিত্ত সমাহিত হয় ॥ ৭ ॥

তদপিবহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য ॥ ৮ ॥

সর্ব্বমনোবৃত্তির নিরোধের নাম নির্ব্বীজ সমাধি। সংযম সেই নির্ব্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ ব্যতীত অন্তরঙ্গ নয় ॥ ৮ ॥

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়োনিরোধ পরিণামঃ ॥ ৯ ॥

পরমবৈরাগ্য প্রভাবে চিত্তের নানা বিকার সম্পন্ন রাজসিক সংস্কার সমূহের তিরোভাব হইলে, তাহাতে যে সর্ব্ববৃত্তি-শূন্য বিশুদ্ধ অবসর হয়, তাহারই নামান্তর নিরোধপরিণাম ॥ ৯ ॥

তস্য প্রশান্ত বাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

পুনঃ পুনঃ চিত্ত নিরোধপরিণাম উৎপন্ন হইলে, তৎপ্রভাবে যে সুদৃঢ় সংস্কার জন্মায়, সেই সংস্কার বলে সেই চিত্ত নিরোধ-পরিণামের প্রশান্ত স্থৈর্য্যস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে ॥ ১০ ॥

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

নানা বস্তু সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মনোবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে

যে, এক পরমবস্তু বিষয়ক পরমাবৃত্তি উদিত হয়, তাহাই সমাধি-পরিণাম॥ ১১॥

শান্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ
চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণাম॥ ১২॥

এক বস্তু সম্বন্ধে এক প্রকার ভাবময় বৃত্তি উদিত হইয়া, পুনর্ব্বার তাহা বিলীন হইতে হইতে, তত্তুল্য ভাবময় অপর এক বৃত্তি উদিত হইলে, সেই লয়মান ও উদয়মান বৃত্তি-দ্বয়ের সম্মিলনই চিত্তের একাগ্রতা নামক পরিণাম॥ ১২॥

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-
পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১৩॥

চিত্তের যেমন ত্রিবিধ পরিণাম* আছে, তদ্রূপ পঞ্চ-ভূত ও ইন্দ্রিয়গণেরও ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক ত্রিবিধ পরিণাম পরিলক্ষিত হয়॥ ১৩॥

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী॥ ১৪॥

ধর্ম্ম অর্থে গুণময়ী শক্তি। ধর্ম্মী সেই গুণময়ী শক্তির আধার। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থকেই ধর্ম্মী বলা যায়। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থে প্রধান তিন প্রকার ধর্ম্ম বা গুণ-ময়ী শক্তি নিহিত আছে। সেই ত্রিবিধ ধর্ম্ম বা শক্তিত্রয় শান্ত, উদিত এবং অব্যপদেশ্য নামে অভিহিত। কোন পদার্থের যে ধর্ম্মের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, যে ধর্ম্ম নিজে অব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই শান্তধর্ম্ম। শান্তধর্ম্ম যে ধর্ম্মের উদয়ের কারণ,

---

* নিরোধ, সমাধি ও একগ্রতাই চিত্তের ত্রিবিধ পরিণাম।

তাহাই উদিত ধর্ম্ম। সেই উদিত ধর্ম্মের মধ্যে যে অস্ফুরিত নির্ণায়ীশক্তি অব্যক্ত আছে, তাহাই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম॥ ১৪॥

ক্রমাণ্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ॥ ১৫॥

এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনই তাহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের * কারণ॥ ১৫॥

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্॥ ১৬॥

প্রত্যেক পদার্থের ত্রিবিধ পরিণাম সংযম দ্বারা, প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধীয় অতীত ও অনাগত বৃত্তান্ত সমূহ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে॥ ১৬॥

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ ১৭॥

অযোগী ব্যক্তি অধ্যাস বশতঃ শব্দ, শব্দের অর্থ এবং শব্দার্থবোধক শক্তি অভেদ বিবেচনা করেন। কেবল অধ্যাস বশতঃই একমাত্র শব্দে অপর দুয়ের আরোপ করা হয়। প্রকৃত অধ্যাস বিহীন অভ্রান্ত যোগী ঐ প্রকার ভ্রমে পতিত হন না। তিনি এমন প্রাণী নাই, যে প্রাণীর উচ্চারিত শব্দ, শব্দের অর্থ এবং সেই শব্দ শ্রবণজনিত জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া সে সকলের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে পারেন না। তিনি অদ্ভুত অভ্যাস বলে, এক প্রকার প্রাণীর উচ্চারিত শব্দে মনঃসংযম করিতে সক্ষম হইলে, তৎপ্রভাবে অন্যান্য প্রাণীর উচ্চারিত শব্দেরও তাৎপর্য্য এবং অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন॥ ১৭॥

---

* পরিবর্ত্তিত অবস্থার।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

যখন ধ্যান-ধারণা-সমাধি সমন্বিত অদ্ভুত সংযম বলে, পূর্ব্ব-জন্মকৃত সমস্ত পাপ পুণ্যই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে, তখন পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ ও অপ্রত্যক্ষ থাকে না ॥১৮॥

প্রত্যয়স্য পরিচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

অন্যের মনোভাবব্যঞ্জক বাহ্যিক কোন চিহ্ন অথবা লক্ষণ অনুসারে তাঁহার চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে, সেই চিত্ত অব-গত হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥

ন চ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

পর চিত্ত জ্ঞান বিষয়ক সংযম দ্বারা সেই চিত্তের আলম্বন-গুলি * সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। সে গুলি জানিবার ইচ্ছা হইলে, স্বতন্ত্র সংযমের আবশ্যক হয় ॥ ২০ ॥

কায়রূপসংযমাত্তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ প্রকাশা সংযোগেঽন্তর্ধ্যানম্ ॥ ২১ ॥

যোগী আপনার শারীরিক রূপে এরূপ আশ্চর্য্যভাবে সংযম প্রয়োগ করেন যে, তৎপ্রভাবে সেই শারীরিক রূপ দর্শন কর্ত্তার দর্শনশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়। যোগী সেই দর্শনকর্ত্তার সম্মুখে থাকিলেও তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান না, তিনি সেই সংযম প্রভাবে অপ্রকাশিত যোগী অন্তর্হিত হইয়াছেন বিবেচনাই করেন ॥ ২১ ॥

---

* চিত্তের দ্বারা যে সকল বিষয় চিন্তা করা হইতেছে।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

যে প্রকারে যোগীর রূপান্তর্ধান হয়, সেই প্রকারে, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধেরও অন্তর্ধান হইতে পারে ॥ ২২ ॥

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্মতৎ
সংযমাদ পরান্ত জ্ঞানমরিষ্টেভ্যোবা ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বজন্মে যে সকল সদাসৎ কর্ম্ম করা হইয়াছে, ইহশরীরে তাহার কতকগুলি নিরুপক্রমকর্ম্ম নামে অভিহিত হইতেছে। ঐ সোপক্রম, * আর নিরুপক্রম, † কর্ম্মে সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে, নিজ মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। কিম্বা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ সকল জানিতে পারা যায় ॥ ২৩ ॥

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

মৈত্রী, করুণা, এবং মুদ্রিতা নামক ভাবত্রয়ের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে, উহাদের প্রত্যেকটাই বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ তিনের প্রাবল্য হেতু এত অধিক মানসিক বল বৃদ্ধি হয় যে, তৎপ্রভাবে অন্যের দুঃখ মোচন ও সুখের কারণ হইতে পারা যায়। তৎপ্রভাবে প্রাণী মাত্রের সুহৃদ হওয়া যায় ॥ ২৪ ॥

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

হস্তী প্রভৃতির বলে মনঃসংযম করিলে, হস্তী প্রভৃতির ন্যায় বলবান হওয়া যায় ॥ ২৫ ॥

---

* যে কর্ম্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে।

† যে কর্ম্মের ফল আরম্ভ হয় নাই।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎসূক্ষ্মব্যবহিত
বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির সাত্বিক আলোক, * সূক্ষ্ম, † ব্যবহিত ‡ ও বিপ্রকৃষ্ট § পদার্থ নিচয়ে সংযম প্রয়োগ করা হইলে, তাহারা আর অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না ॥ ২৬ ॥

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৭ ॥

সপ্তলোক জানিতে হইলে, সূর্য্যে মনঃসংযম করিতে হয় ॥২৭॥

চন্দ্রে তারা ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

তারাগণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, চন্দ্রে চিত্ত সংযম করিতে হয় ॥ ২৮ ॥

ধ্রুবে তদ্গতি জ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ধ্রুব নক্ষত্রে চিত্ত সংযম করিলে, তারাগণের গতি নিশ্চয় করা যায় ॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥

দেহ তত্ত্ব জানিতে হইলে, নাভিচক্রে ¶ চিত্ত সংযম করা আবশ্যক ॥ ৩০ ॥

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

কণ্ঠকূপে সংযম প্রয়োগ করিলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় ॥৩১॥

---

* সাত্বিকী বিভাবতী প্রজ্ঞা। † পরমাণু।
‡ ব্যবধানবিশিষ্ট বস্তু। § দূরস্থ পদার্থ।
¶ নাড়ীমণ্ডলে।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩২ ॥

কূর্ম্মনামক নাড়ীতে সংযম প্রভাবে সমাহিত হইলে, শারীরিক ও মানসীক স্থৈর্য্য প্রাপ্তি হয় ॥ ৩২ ॥

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত দিব্যতেজময়ী কালীশক্তিতে সংযম করিলে, অলক্ষিত দিব্য পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায় ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিভা প্রসূত ভববিঘ্নবারক মন্ত্রজ্ঞানে * চিত্ত সংযম করিলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ॥ ৩৫ ॥

হৃদয়ে সংযম করিলে, চিত্ত-সম্বন্ধীয় জ্ঞানোৎপন্ন হয় ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃপ্রত্যয়াবিশেষাদ্ভোগ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎপুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬ ॥

অমলা বুদ্ধি এবং তাহার চেতয়িতা চৈতন্যপুরুষ † অভিন্ন পদার্থ নহে। তাহাদের পরস্পর অনেক প্রভেদ আছে বোধ না হওয়ায়, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ মায়িক ব্যাপারে অভিভূত হইতে হয়। সেই কারণে ভোগ নামক পদার্থের অধীন হইতে হয়, সেই কারণেই ভোগ, পুরুষে আরোপিত হয়। যে অবস্থায় পুরুষ এক পদার্থ এবং তাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ ভোগ অপর পদার্থ বোধ হয়, সেই ভেদাত্মক বোধশক্তির প্রতি কৃতসংযমী হইলে, আত্মজ্ঞান হয় ॥ ৩৬ ॥

---

* প্রাতিভ-জ্ঞান। † চিদাত্মা।

ততঃপ্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে॥৩৭॥

আত্মসংযম প্রভাবে সংসার-তারক জ্ঞান, দিব্য শব্দ শ্রবণ, দিব্য স্পর্শানুভব, দিব্য রূপদর্শন, দিব্য রসানুভব এবং দিব্য গন্ধবোধ হয়॥ ৩৭॥

তে সমাধাবুপসর্গাব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ॥ ৩৮॥

যোগীর অসমাধি অবস্থাতেই ঐ সকল ক্ষমতা ফলপ্রদ হয়। কৈবল্যের কারণ সমাধি সম্বন্ধে উহারা বিষম বিঘ্ন॥ ৩৮॥

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসম্বেদনাচ্চ
চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ॥ ৩৯॥

সংযম এবং সমাধি বলে বিবিধ বন্ধন কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে চিত্ত মুক্ত হইলে এবং তাহার প্রকৃত গমনাগমনের পথ নির্ণয় হইলে, তাহাকে পরশরীরে প্রবিষ্ট করা যায়॥ ৩৯॥

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ॥৪০॥

সংযম প্রভাবে উদান বশ হইলে জল, পঙ্ক এবং কণ্টক প্রভৃতিতে বিচরণ করিলেও নির্লিপ্ত থাকা যায়। নিজ ইচ্ছা অনুসারে মরণ হয়॥ ৪০॥

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্॥ ৪১॥

সমান আয়ত্ত হইলে, শারীরিক ও মানসিক তেজ বৃদ্ধি হয়। সে তেজ অসামান্য তেজ॥ ৪১॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্॥৪২॥

শ্রোত্রাকাশে যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধে মনঃসংযম

করিলে, দিব্য শ্রবণশক্তি হয়। সেই শ্রবণশক্তি প্রভাবে অতি মৃদু, ব্যবহিত ও দূরস্থ শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়॥ ৪২॥

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূল
সমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪৩ ॥

কায়ার সহিত আকাশের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সংযম বলে, তূলার স্থায় লঘু হইয়া, শূন্যে গমনাগমন করা যায়॥ ৪৩॥

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা
ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ভ্রম অপনীত হইলে, অনাত্মায় আত্মজ্ঞান বিদূরিত হইয়া, মহাবিদেহাবৃত্তি স্ফূরিত হয়। সেই অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশক্তির আবরণ ক্ষয় হয়॥ ৪৪॥

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভূতেশ্বর হইতে হইলে, প্রত্যেক ভূতের স্থূল, * স্বরূপ, † সূক্ষ্ম, ‡ অন্বয় § ও অর্থবত্ত্ব ¶ নামক পঞ্চবিধ অবস্থার প্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে হয়॥ ৪৫ ॥

---

* স্থূলাবস্থায় পঞ্চভূত দৃষ্টিগোচর হয়।

† ভূতের গুণই ভূতের স্বরূপাবস্থা।

‡ ভূতের সূক্ষ্মাবস্থার নাম পরমাণু।

§ ত্রিগুণের সহিত প্রত্যেক গুণের সম্বন্ধই অন্বয়।

¶ সুখ দুঃখাদি নানা প্রকার ভোগপ্রদাশক্তির নামই অর্থবত্ত্ব।

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়-
সম্পত্তদ্ধর্ম্মানাভিঘাতশ্চ ॥ ৪৬ ॥

ভূতগণকে ইচ্ছাধীন করিতে পারিলে, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ভূতগণ অধীন হইলে, সম্পৎ ও কায়িক-ধর্ম্মও অবিনশ্বর রহে ॥ ৪৬ ॥

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানিকায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

রূপ, লাবণ্য, বল এবং বজ্রতুল্য শারীরিক দৃঢ়তাই কায়-সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণ স্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্ব সংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥৪৮॥

গ্রহণ, * স্বরূপ, † অস্মিতা, ‡ অন্বয়, § ও অর্থবত্ত্ব ¶ নামে ইন্দ্রিয়গণেরও পঞ্চপ্রকার অবস্থা আছে। জিতে-ন্দ্রিয় হইতে হইলে, অগ্রে সংযম দ্বারা ঐ গুলিকে বশীভূত করিতে হয় ॥ ৪৮ ॥

ততোমনোজবিত্বংবিকরণভাবঃপ্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য হইলে, মনের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে শরীরও সর্ব্বত্রে গমন করিতে পারে। বিদেহী হইলেও ইন্দ্রিয়-

---

* ইন্দ্রিয়গণের কোন পদার্থ প্রকাশের প্রবৃত্তি।

† ইন্দ্রিয়গণ যখন কোন পদার্থ প্রকাশ করে, তখন সেই প্রকাশকে স্বরূপ বলা যায়।

‡ যে সত্ত্বগুণময় অহঙ্কার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক কোন পদার্থ প্রকাশিত হয়, সেই অহঙ্কারকে অস্মিতা কহা যায়।

§ ইন্দ্রিয়গণের সহিত ত্রিগুণের যোগই অন্বয়।

¶ ইন্দ্রিয়গণের ভোগপ্রদানশক্তি সম্বন্ধীয় রূপের নাম অর্থবত্ত্ব।

গণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব হয় না এবং প্রধান * ও বশে থাকেন ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০ ॥

পরমাবুদ্ধির সহিত পরমপুরুষ পরমাত্মার যে প্রভেদ জ্ঞান নির্ণয় হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বভাবের উপর প্রভুত্ব হয়। তৎপ্রভাবে অবিদিত কিছুই থাকে না ॥ ৫০ ॥

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫১ ॥

কথিত সিদ্ধিদ্বয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিলে, অবিদ্যা জনিত বিবিধ দোষের বীজ ক্ষয় হইলে, কৈবল্য প্রাপ্তি হয় ॥ ৫১ ॥

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং
পুনরনিষ্ট প্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥

ঐ প্রকার কোন পরমবৈরাগী যোগী-অমরগণ কর্ত্তৃক বিবিধ দিব্য ভোগে আমন্ত্রিত হইয়া, বিস্ময় এবং প্রলোভন পরতন্ত্র হইলে, কৈবল্য সম্বন্ধে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হয় ॥ ৫২ ॥

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেক জংজ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষণ এবং তাহার পর্য্যায় পরম্পরা পদ্ধতির প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে, বিবেক প্রসূত জ্ঞানোদয় হয়। সেই জ্ঞান প্রভাবে মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মপরমাণু পর্য্যন্ত সুগোচর হয় ॥ ৫৩ ॥

---

* মূল প্রকৃতি।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ॥৫৪॥

এমন এক প্রকার অনেক বস্তু আছে, যাহাদের জাতি অনুসারে প্রভেদ নির্ণয় করা যায় না। এমন এক লক্ষণবিশিষ্ট অনেক বস্তু আছে, যাহাদের লক্ষণ অনুসারেও প্রভেদ নির্ণয় হয় না, এমন ঘটনা হইতে পারে, যদ্দারা এক প্রকার দুই বস্তুর পূর্ব্বাপর অবস্থিতিস্থান নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। জাতি, লক্ষণ এবং দেশের দ্বারা এক প্রকার বহু বস্তুর প্রভেদ জ্ঞান অবধারিত না হইলে, ক্ষণ এবং ক্ষণক্রম সংযম প্রসূত বিবেক-জ্ঞান প্রভাবে পরস্পর পার্থক্য নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হয়॥ ৫৪ ॥

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়-
মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্॥ ৫৫ ॥

বিবেকপ্রসূত তারক-জ্ঞান প্রভাবে ঘোর সংসার হইতে যোগী মুক্ত হন। সেই নিক্রম-তারক-জ্ঞান হইলে, মহতত্ত্ব হইতে সমুদয় পদার্থ সুগোচর হইতে থাকে। তৎপ্রভাবে যুগপৎ সকলবস্তুর সকল লক্ষণ তন্ন তন্ন করিয়া জানা যাইতে পারে॥৫৫॥

স্বত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি॥ ৫৬ ॥

নিষ্কলঙ্ক বৃত্তিশূন্য বুদ্ধি হইলে, বুদ্ধি শুদ্ধি হয়। বুদ্ধি শুদ্ধি হইলে, আত্মশুদ্ধি হয়। বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধির কারণ বিবেকপ্রসূত জ্ঞান। বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধি ব্যতীত মোক্ষ হয় না॥ ৫৬ ॥

ইতি বিভূতিপাদ।

কৈবল্য-পাদ।

—•—

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা এবং সমাধিবলে বিবিধ সিদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

অদ্ভুত সিদ্ধিবলে প্রাকৃতিক আপূরণ * দ্বারা এক জাতি অপর জাতি হইতে পারে। কাষ্ঠ অগ্নি হইতে পারে। মনুষ্য দেবতা হইতে পারে ॥ ২ ॥

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতিনাং
বরণভেদস্তুততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

কৃষক ক্ষেত্রে জল প্রবেশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ উচ্চ বাঁধ ভঙ্গ করিলে, অবাধে স্বয়ং জল যেমন ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তদ্রূপ জীবের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম জাত্যন্তর পরিণামের প্রবর্ত্তক হয় না। উহাদের মধ্যে কোনটী কেবল প্রকৃতির আবরণ ক্ষয় করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥৫॥

বলবতী ইচ্ছাপ্রভাবে অস্মিতা † হইতে একাধিক শরীর ও চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪।৫ ॥

---

* অনুপ্রবেশ। † অহংতত্ত্ব।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চ প্রকার সিদ্ধচিত্তের মধ্যে, ধ্যানসিদ্ধ চিত্তই কর্ম্মবাসনা-শূন্য। কর্ম্মবাসনাশূন্য হইলেই মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৬ ॥

কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনাস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

সিদ্ধ যোগীগণের সকল কর্ম্মই নিষ্কাম। তজ্জন্য তাঁহাদের কৃত কোন কর্ম্মই তাঁহাদের বর্ত্তমানজীবনের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না এবং ভবিষ্যজীবনেও বিবিধ ফলভোগের বীজ হয় না। তাহাদের কর্ম্ম অশুক্লকৃষ্ণ। অযোগীদিগের কার্য্যকলাপ শুক্ল, * কৃষ্ণ † এবং শুক্লকৃষ্ণ ‡ মিশ্রিত কর্ম্মনিচয়ের অন্তর্গত ॥ ৭ ॥

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামে
বাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের যে সকল ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সকলের অনুকূল বাসনা সকল প্রকাশিত হইতে থাকে। যে সকল ফল ফলে নাই, তাহার অনুকূল বাসনা সকল অব্যক্ত থাকে ॥ ৮ ॥

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং
স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

তুমি বর্ত্তমান কালে, বর্ত্তমান দেশে, বর্ত্তমান জন্মে যে সকল সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছ, সেই সকল সংস্কার তোমার এইরূপ

---

* তপস্যা সমন্বিত জ্ঞানপ্রসূত কর্ম্মকে শুক্লকর্ম্ম বলা যায়।

† নরহত্যা প্রভৃতি কৃষ্ণকর্ম্মের অন্তর্গত।

‡ যাঁহারা সদাসৎ উভয়বিধ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই শুক্ল কৃষ্ণ কর্ম্ম করিয়াছেন।

পুনর্জ্জন্মের জন্য অব্যক্তভাবে তোমাতেই সঞ্চিত থাকিবে। তোমার এই জন্মের পরে, তোমার এই জাতির পরে, তোমার নানা জন্ম, নানা জাতি হইলে, সেই সকল জাতি, সেই সকল জন্ম, বর্ত্তমান দেশ, বর্ত্তমান কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কালে হওয়ার পরেও যদি তোমার এইরূপ জন্ম হয়, তাহা হইলে তোমার ইহজন্মের সংস্কার সকল সেই জন্মে স্ফুরিত হইবে। পিতা পুত্র যে প্রকারে অভিন্ন সংস্কার, আর স্মৃতিও সেই প্রকারে অভিন্ন ॥ ৯ ॥

তাসামনাদিত্বঞ্চা শিষোনিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

সুখ প্রার্থনার নিত্যতা বশতঃই বাসনানিচয়েরও অনাদিত্ব নিশ্চয় করা যায় ॥ ১০ ॥

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীত-
ত্বাদেষামভাবে তদভাব ॥ ১১ ॥

বাসনা অনাদি হইলেও যোগবলে বাসনা শূন্য হওয়া যায়। বাসনা শূন্য না হইলেও পরিত্রাণ নাই। হেতু, * ফল, † আশ্রয় ‡ ও অবলম্বন § ব্যতীত বাসনা উৎপন্ন কিম্বা সঞ্চিত হয় না। উক্ত হেতু ফল প্রভৃতির অভাব হইলেই, বাসনার অভাব হয় ॥ ১১ ॥

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মানাম্॥১২॥

অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে অতীত ও অনাগত বলা হয়,

---

* অবিদ্যা ও তৎপ্রভাবোৎপন্ন নানা কার্য্য।

† পুনঃপুনঃ দেহ ধারণ ও তজ্জনিত নানা ভোগ।

‡ চিত্ত। § রূপাদি।

অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে বিনষ্ট হইয়াছে ও উৎপন্ন হইবে বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক কিছুরই বিনাশ হয় নাই এবং কিছুরই বিনাশ হইবে না। কিন্তু বাস্তবিক কিছুরই উৎপত্তি হয় নাই এবং কিছুরই উৎপত্তি হইবে না। বস্তু নিত্য। তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। চিত্ত নিত্য। তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। উৎপত্তি যাহাকে বল, তাহা একপ্রকার পরিবর্ত্তন। আর বিনাশ যাহাকে বল, তাহাও অপর এক-প্রকার পরিবর্ত্তন ॥ ১২ ॥

তেব্যক্ত সূক্ষ্মগুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ সমস্ত বস্তু ব্যক্ত * সূক্ষ্ম † এবং ত্রিবিধ গুণস্বভাব-বিশিষ্ট ॥ ১৩ ॥

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

এমন বস্তু নাই, যাহা ত্রিগুণের পরিণাম নহে। ত্রিগুণের কোন গুণই পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য ব্যতীত পরিণত হইতে পারে না। ঐ পরিণামের ঐক্যবশতঃই বস্তুতত্ত্ব একা-ধিক নহে ॥ ১৪ ॥

বস্তুসাম্যেঽপি চিত্তভেদাত্তয়োর্বিবিক্তঃ পন্থা ॥১৫॥

বিজ্ঞানময় চিত্ত এবং তৎপ্রভাবে যে সকল বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মায়, সেই সকল বস্তু আর সেই বিশেষ জ্ঞান অভেদ নয়। সেই জন্য উভয়ের পথও এক নয়। একই বস্তু সম্বন্ধে নানা লোকের নানা প্রকার বিজ্ঞান হইয়া থাকে, বস্তুর

---

* প্রকাশিত পরিবর্ত্তিত অবস্থানিচয় ব্যক্ত থাকে, এইজন্য সেইগুলিকে ব্যক্ত বলা যায়। † অব্যক্ত।

সমানতা বশতঃ তৎসম্বন্ধে নানা লোকের বিজ্ঞানের সমানতা হয় না। ঐ সুন্দরী তাহার স্বামীর পক্ষে সুখবিজ্ঞানের কারণ, অপর এক ব্যক্তি তাহার প্রতি আসক্ত অথচ সে তাহার প্রতি অনাসক্ত থাকায়, সে তাহার দুঃখবিজ্ঞানের কারণ হইয়াছে ॥১৫

তদুপরাগাপেক্ষত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞানম্ ॥১৬॥

চিত্তে বস্তুর উপরাগ * বশতঃ তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। চিত্তে বস্তুর উপরাগ না হইলে, তাহা অজ্ঞাত থাকে। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা চিত্তে যখন যে বস্তুর উপরাগ হয়, তখন সেই বস্তু সম্বন্ধেই জ্ঞান হয় ॥ ১৬ ॥

সদাজ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয় স্তৎপ্রভোঃ-
পুরুষস্যাপরিণামাৎ ॥ ১৭ ॥

যে পরিণাম বিহীন নিত্য চৈতন্য পুরুষের সম্বন্ধে চিত্ত এবং চিত্তবৃত্তিগণ সর্ব্বদাই সুগোচর হইতেছে, যিনি তাহাদের প্রকাশক সেই পরিণাম বিহীন নিত্য চৈতন্যপুরুষই সর্ব্বজ্ঞ। তিনিই চিত্তের প্রভু ॥ ১৭ ॥

ন তৎস্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

পুরুষ চিত্তকে প্রকাশ না করিলে, নিজে প্রকাশ হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ১৯ ॥

এককালে চিত্ত চৈত্য অবধারিত না হওয়ায় স্থির করা যায়, উভয়ে অভিন্ন নহে। চৈত্তের প্রকাশক চিত্ত। চিত্তের প্রকাশক আত্মা। আত্মা স্বপ্রকাশ ॥ ১৯ ॥

---

* প্রাপ্তবিষ।

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতি-
প্রসঙ্গঃ স্মৃতিশঙ্করশ্চ ॥ ২০ ॥

এক বুদ্ধি অপর বুদ্ধি প্রকাশ করে স্বীকার করিলে, অনেক বুদ্ধির প্রসঙ্গ করিতে হয়। তাহা করিলে স্মৃতিবিশৃঙ্খলা ঘটেও স্বীকার করিতে হয় * ॥ ২০ ॥

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ
স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্ ॥ ২১ ॥

চিৎস্বরূপ দিব্যপুরুষ কখন সংকীর্ণ কিম্বা বিকৃত হন না। সূর্য্যপ্রতিবিম্ব জলে পতিত হইলে যেমন, জলকেও সূর্য্য বলিয়া

---

* এক বুদ্ধি প্রকাশের জন্য অপর বুদ্ধি থাকিলে, সেই অপর বুদ্ধি প্রকাশের প্রকাশক আর এক বুদ্ধি আছে অবশ্যই মানিতে হয়। এই প্রকারে অসংখ্য বুদ্ধি স্বীকার করিলেও কোন বস্তুজ্ঞান হয় না। কোন বস্তুজ্ঞান হয় স্বীকার করিলেও এই প্রকারে স্মৃতি বিপর্য্যয় দোষ ঘটে। বোধ কর, এক সময়ে যদ্যপি অগ্নিজ্ঞান, জলজ্ঞান এবং অন্যান্য বহু বস্তু বিষয়ে বহু জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই সকল জ্ঞানের প্রকাশের জন্য আরো কত জ্ঞানের উদয়ও হয়, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে আবার সেই সকল উদিত জ্ঞান সংস্কার ব্যতীত পূর্ব্বকথিত অগ্নিজল প্রভৃতি বহুজ্ঞান সংস্কার ও স্মৃতিরূপে পরিণত হইয়া, সেই সমস্ত স্মরণ-জ্ঞান এককালেই স্ফুরিত হয়, তাহাও স্বীকার্য্য হইয়া, পরে সে সমস্ত এককালে স্ফুরিত হইলে কোন্ বস্তুর কোন্ জ্ঞান, কোন বস্তুর কোন্ স্মৃতি? কোনটাই বা অগ্নিস্মৃতি, আর কোনটাই বা জলস্মৃতি, তাহা অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে। সেই অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশৃঙ্খলাই স্মৃতিশঙ্কর। সেই স্মৃতিশঙ্করেরই আর এক নাম স্মৃতিবিভ্রম বলা যায়।

বোধ হয়, তদ্রূপ চিৎপ্রতিবিম্ব বুদ্ধিসত্বরূপ জলে পতিত হইলে বুদ্ধিসত্বকেও যেন চিদাকার বলিয়া* বোধ হয়। চিৎপ্রতিবিম্ব ঐ প্রকারে বুদ্ধির আকার ধারণ করিলে, তাহাকে বুদ্ধি সম্বেদন হয়॥ ২১॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্॥ ২২॥

দ্রষ্টা আত্মা দৃশ্য বুদ্ধিতত্বে উপরক্ত † হইলে সেই বুদ্ধিতত্ব বা চিত্ত সর্ব্বপ্রকাশক ‡ হয়॥ ২২॥

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি
পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ॥ ২৩॥

চিত্ত অসংখ্য কামনাবিশিষ্ট হইয়া অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হইলেও দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার গুণাদি নানা কার্য্যে ক্ষমতা থাকা প্রযুক্ত পরের ভোগের § ভোগ্য এবং নিমিত্ত হয়॥ ২৩॥

বিশেষদর্শিন আত্মভাব ভাবনাবিনিবৃত্তিঃ॥ ২৪॥

চিৎশক্তি ¶ চিত্তের সহিত অভেদ নয় জানিতে পারিলে, আর আত্মতত্ব বোধেচ্ছা থাকে না। কারণ তখন আত্মা সম্বন্ধে জানিবার অবশিষ্ট কিছুই থাকে না॥ ২৪॥

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগভারং চিত্তম্॥ ২৫॥

সেই সময়ে চিত্ত দৃক্ এবং দৃশ্য যে ভেদ আছে, তাহা বুঝিতে

---

* বুদ্ধিসাক্ষাৎকার। † প্রতিবিম্বিত।
‡ সর্ব্ববস্তু প্রকাশক। § আত্মার বা পুরুষের।
¶ পুরুষ আত্মা।

পারিলে, আর তাঁহা বাহ্ বস্তু সকলে রত না হইয়া, নির্ম্মল বিবেকের অধীন হইয়া ধর্ম্মমেঘনামক ধ্যান প্রভাবে কেবল তাহার আত্ম দর্শনই হইতে থাকে। সেই আত্ম-দর্শন বলে, কৈবল্যের অনুকূল লক্ষণ সকল তাহাতে প্রকাশ পাইতে থাকে ॥২৫॥

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥২৬॥

ধ্যানারূঢ় হইলেও দারুণ পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ধ্যানের অন্তরাল পাইলেই অতি সূক্ষ্ম অহঙ্কার এবং মমতা প্রভৃতি বিবিধ বিকার স্ফুরিত হইতে থাকে। সেই স্ফুরণগুলির প্রত্যেকটীকেই এক একটী প্রত্যয় বলা যায় ॥ ২৬॥

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

সাধন-পাদে যে উপায়ে * অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশক্ষয় করিতে বলা হইয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিলেই ঐ পূর্ব্বসংস্কারের সহিত চিত্ত এবং সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তিগুলিও দগ্ধবীজের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন আর চিত্ত কোন পরিণাম দ্বারা বিকৃত হয় না॥ ২৭ ॥

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা।
বিবেকখ্যাতেধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮ ॥

যাঁহার পরম বৈরাগ্য প্রভাবে প্রসংখ্যান অথবা সর্ব্ববিজ্ঞানশক্তির প্রতিও অনাশক্তি হয়, তিনিই প্রকৃতি পুরুষে যে প্রভেদ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন, তিনিই বিবেকখ্যাতি

---

* বৈরাগ্যই প্রধান উপায়।

নামী অদ্ভুতশক্তির অধিকারী হন। তিনিই সেই অদ্ভুতশক্তি-বলে ধর্ম্মমেঘ * নামক অমৃতসাগরে নিমগ্ন হন ॥ ২৮ ॥

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

ঐ ধর্ম্মমেঘ বলেই অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশের এবং সর্ব্ব-কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় ॥ ২৯ ॥

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য।

জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩০ ॥

তখন জ্ঞানের † সমস্ত আবরণ ‡ ক্ষয় হইয়া জ্ঞান অনন্ত হয়। অনন্ত-জ্ঞান হইলে জ্ঞেয় অল্পই থাকে। অনন্ত-জ্ঞান হইলে সহজেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগুর্ণানাম্ ॥ ৩১ ॥

পুরুষ ধর্ম্মমেঘ নামক অপূর্ব্ব সমাধিমগ্ন হইলে, প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক গুণনিচয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলে, তখন আর তিনি প্রাকৃতিক প্রলোভনে প্রলোভিত হন না। সুতরাং তখন প্রাকৃতিক গুণ পরিণামক্রম একেবারেই পরি-সমাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

---

* ইহা এক প্রকার সমাধি। ইহার ন্যায় আর অন্য উৎ-কৃষ্ট সমাধি নাই। এই সমাধি ব্যতীত কৈবল্য লাভের অন্য উপায় নাই। এই সমাধি-শক্তি-প্রভাবে কৈবল্যরূপ অমৃত বর্ষণ হয়, এইজন্য ইহার ধর্ম্মমেঘ নাম হইয়াছে। এই সমাধি বলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যে পর্য্যন্ত বীতরাগ হয়।

† বুদ্ধি সত্বের।

‡ চিত্তের অবিদ্যা প্রভৃতি আবরণ।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামা পরান্তনিগ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥৩২

কোন ক্ষণের পরে যতক্ষণ হয়, সেই সমস্তই ঐ ক্ষণের প্রতিযোগী ক্ষণ। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থেরই অসংখ্য পরিণাম। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থই প্রতিক্ষণে পরিণত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক কোন পদার্থের বর্তমান ক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে কতগুলি পরিণাম হইয়াছে জানিতে হইলে, ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি দ্বারা সমস্ত প্রতিযোগী ক্ষণক্রম অনুসারে সেই পদার্থের সমস্ত পরিণামক্রমও জানিতে হয়। সেই সমাধি বলে সেই বস্তুর পূর্ব্বান্ত † পরিণাম হইতে ক্রমান্বয়ে পরান্ত পরিণাম পর্য্যন্ত যেরূপ যত প্রকার পরিণাম হইয়াছে, সে সমস্তই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে ॥ ৩২ ॥

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিরি ॥ ৩৩ ॥

চিৎস্বরূপ পুরুষে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক চিত্তবৃত্তি নিচয়ের প্রতিবিম্বিত হইবার সামর্থ্য না হইলে, প্রকৃতি অস্মিতা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া পুরুষকে নিজভাবে বশীভূত করিতে আর

অবস্থান্তরিত।

† পূর্ব্বান্ত-পরিণাম ও পরান্ত-পরিণাম নিম্নলিখিত উদাহরণ অনুশীলন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। একটী বীজ কত প্রকার পরিণামক্রম অতিক্রম করিয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। বৃক্ষ পর্য্যন্ত সেই বীজের বিবিধ পরিণামক্রম জানিতে হইলে, বৃক্ষকেই সেই বীজের পরান্তপরিণাম বলা যায়, আর সেই বীজই স্বয়ং পূর্ব্বান্তপরিণাম।

না পারিলে, প্রকৃতি নিজ ঐশ্বর্য্যবলে পুরুষকে মুগ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, সেই গুণময়ী প্রকৃতি পুরুষার্থশূন্য হন। তাঁহার পুরুষের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। সেই বিচ্ছেদ বশতঃ ঐ পুরুষ গুণশূন্য কেবল হন। চিৎস্বরূপ পুরুষে প্রকৃতি সারূপ্য নিবৃত্তিই কৈবল্য। প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিঃসম্বন্ধই কৈবল্য। পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। প্রকৃতিতে পুরুষের দিব্যবিবেক প্রসূত অসাধারণ ঔদাসীন্য বশতঃ সেই প্রকৃতির পুরুষার্থ ত্যাগ হইলে, সেই প্রকৃতির সর্ব্ব পরিণামের পরিসমাপ্তি হইলে, পুরুষের সঙ্গে তাঁহার যে অযোগ সংঘটিত হয়, সেই অযোগকেই কৈবল্য বলা যায়॥ ৩৩॥

ইতি কৈবল্য-পাদ।

পাতঞ্জল দর্শন সমাপ্ত।

মণিরত্নমালা।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শঙ্করভগবৎ প্রণীত।

মণিরত্নমালা।

অপার সংসার সমুদ্র মধ্যে,
সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়াবদৈত—
বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘ নৌকা ॥ ১ ॥

শিষ্য। দয়াময় গুরুদেব! অপার সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছি, কি উপায়ে তাহা হইতে নিস্তার পাইব?

গুরু। বিশ্বনাথের অভয় পাদপদ্মই নিস্তার পাইবার সুদীর্ঘ নৌকা। ১।

বদ্ধোহি কো যো বিষয়ানুরাগী,
কাবা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ।
কো বাস্তি ঘোরোনরকঃ স্বদেহ,
তৃষ্ণাক্ষয় স্বর্গপদং কিমস্তি ॥ ২ ॥

শিষ্য। বদ্ধ কে?

গুরু। বিষয়ানুরাগী।

শিষ্য। মুক্তি কি?

গুরু। বিষয়ে বিরাগ।

শিষ্য। ভয়ানক নরক কি?

গুরু। নিজদেহ।

শিষ্য। স্বর্গ কি?

গুরু। বাসনাক্ষয়। ২।

সংসার-হৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ,
কো মোক্ষহেতুঃ কথিত স্ব এব।
দ্বারং কিমেকম্নরকস্য নারী,
কা স্বর্গদা প্রাণভৃতামহিংসা ॥ ৩ ॥

শিষ্য। সংসার-বন্ধন ঘুচিবার উপায় কি?
গুরু। শ্রুতি সম্মত আত্মজ্ঞান।
শিষ্য। মুক্তির হেতু কি?
গুরু। কথিত আত্মজ্ঞান।
শিষ্য। নরক প্রবেশের পথ কি?
গুরু। ললনা।
শিষ্য। স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় কি?
গুরু। জীবের প্রতি অহিংসা। ৩।

শেতে সুখং কস্তু সমাধিনিষ্ঠো,
জাগর্ত্তি কো বা সদসদ্বিবেকী।
কেশত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়ানি,
তান্যেব মিত্রানিজিতানি যানি ॥ ৪ ॥

শিষ্য। সুখে শয়ন করে কে?
গুরু। সমাধিনিষ্ঠ মহাপুরুষ।
শিষ্য। জাগে কে?
গুরু। যাঁর সদসৎবিবেক আছে।
শিষ্য। কাহারা শত্রু?

গুরু। আপনার ইন্দ্রিয়গণই শত্রু। জিতেন্দ্রিয় হইলে তাহারাই মিত্র হয়। ৪।

কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণঃ।
শ্রীমাংশ্চ কো যস্য সমস্ততোষঃ॥
জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমো যঃ।
কো বা মৃতঃ স্যাৎ সুখদা নিরাশা॥ ৫॥

শিষ্য। দরিদ্র কে?

গুরু। বিষয়ভোগের বলবতী বাসনা যার আছে।

শিষ্য। ধনী কে?

গুরু। সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট যিনি।

শিষ্য। কোন্ ব্যক্তি জীবন্মৃত?

গুরু। যিনি নিরুদ্যম।

শিষ্য। অমৃত কি?

গুরু। যে নিরাশায় সুখ আছে। ৫।

পাশো হি কো যো মমতাভিমানঃ।
সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কান্তা॥
কো বা মহান্ধো মদনাতুরো যো।
মৃত্যুশ্চ কো বাপযশঃ স্বকীয়ম্॥ ৬॥

শিষ্য। সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি?

গুরু। মমতা এবং অভিমান।

শিষ্য। সুরা যেমন মত্ত করে, এমন মত্ত আর কিসে করে?

গুরু। নারী।

শিষ্য। মহান্ধ কে?
গুরু। অধিক কামাতুর।
শিষ্য। মৃত্যু কি?
গুরু। স্বকীয় অপযশ। ৬।

কো বা গুরু যো হিতোপদেষ্টা।
শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব॥
কো দীর্ঘরোগো ভব এব সাধো।
কিমৌষধন্তস্য বিচার এব॥ ৭॥

শিষ্য। গুরু কে?
গুরু। হিতোপদেষ্টা।
শিষ্য। শিষ্য কে?
গুরু। গুরুভক্ত।
শিষ্য। দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ কি?
গুরু। পুনঃপুনঃ ভবযন্ত্রণা।
শিষ্য। তন্নিবারণের ঔষধ কি?
গুরু। সদাসৎবিচার। ৭।

কিংভূষনাদ্‌ভূষণ মস্তি শীলং।
তীর্থম্পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধং॥
কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা।
শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যম্॥ ৮॥

শিষ্য। ভূষণ অপেক্ষা উত্তম ভূষণ কি?
গুরু। শীলতা।

শিষ্য। পরম-তীর্থ কি?

গুরু। নিজ মনোবিশুদ্ধি।

শিষ্য। কোন্ বস্তু হেয়?

গুরু। ললনা এবং সুবর্ণ।

শিষ্য। নিরত কি শ্রবণ করা উচিৎ?

গুরু। গুরু উপদেশ এবং বেদবাক্য। ৮।

কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সন্তি।
সৎসঙ্গতিদান বিচারতোষাঃ॥
কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগা।
অপাস্তমোহা শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ॥ ৯॥

শিষ্য। ব্রহ্মলাভের কি কি কারণ?

গুরু। সৎসঙ্গ, সঙ্গত দান, সদাসৎ বিচার এবং সন্তোষ।

শিষ্য। কাহাকে সাধু বলা যায়?

গুরু। সমস্ত বিষয়ে যাঁহার বীতরাগ হইয়াছে, যিনি মোহশূন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই সাধু। ৯।

কো বা জ্বর প্রাণভৃতাং হি চিন্তা।
মূর্খোঽস্তি কো যস্তু বিবেকহীনঃ॥
কার্য্যাপ্রিয়া কা শিববিষ্ণুভক্তিঃ।
কিংজীবনং দোষবিবর্জ্জিতং যৎ॥ ১০॥

শিষ্য। প্রাণীগণের জ্বর কি?

গুরু। চিন্তা।

শিষ্য। মূর্খ কে?

গুরু। অবিবেকী।

শিষ্য। কর্ত্তব্য কি?

গুরু। শিব বিষ্ণুভক্তি।

শিষ্য। উৎকৃষ্ট জীবন কিরূপ?

গুরু। যাহা দোষ বিবর্জ্জিত। ১০।

বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা যা।
বোধোহি কো যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ॥
কো লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ।
জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন॥ ১১॥

শিষ্য। বিদ্যা কি?

গুরু। যাহা ব্রহ্মগতিপ্রদা।

শিষ্য। জ্ঞান কাহাকে বলে?

গুরু। মুক্তির হেতু যাহা।

শিষ্য। শ্রেষ্ঠ লাভ কি?

গুরু। আত্মবোধ।

শিষ্য। জগৎজয় করিয়াছে কে?

গুরু। যিনি মনোজয় করিয়াছেন। ১১।

শূরান্মহাশূরতমোঽস্তি কো বা।
মনোজবাণৈর্ব্যথিতো ন যস্তু॥
প্রাজ্ঞো হি ধীরশ্চ সমস্ত কো বা।
প্রাপ্তো ন মোহোললনাকটাক্ষৈঃ॥ ১২॥

শিষ্য। শূর অপেক্ষা মহাশূর কে?

গুরু। যিনি স্মরশরে ব্যথিত হন না।

শিষ্য। প্রাজ্ঞ, ধীর এবং সমদর্শনবিশিষ্ট কে?

গুরু। যিনি ললনার কটাক্ষে মোহিত হন না। ১২।

বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তা।
দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী॥
ধন্যোঽস্তু কো যস্তু পরোপকারী।
কঃ পূজনীয়ঃ শিবতত্ত্ব-নিষ্ঠঃ॥ ১৩॥

শিষ্য। বিষ অপেক্ষা বিষম বিষ কি?

গুরু। সকল প্রকার বিষয়।

শিষ্য। সর্ব্বদা দুঃখী কে?

গুরু। বিষয়ানুরাগী।

শিষ্য। ধন্য কে?

গুরু। পরোপকারী।

শিষ্য। পূজনীয় কে?

গুরু। শিবতত্ত্বে যাঁর নিষ্ঠা আছে। ১৩॥

সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি কিন্নকার্য্যং।
কিংবা বিধেয়ম্বিদুষা প্রযত্নাৎ॥
স্নেহশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মং।
সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা॥ ১৪॥

শিষ্য। সর্ব্বাবস্থায় জ্ঞানীদিগের অকর্ত্তব্য কি?

গুরু। স্নেহ আর পাপ।

শিষ্য। জ্ঞানীদিগের কর্ত্তব্য কি?

গুরু। বেদ বেদান্ত পাঠ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম।

শিষ্য। সংসারের মূল কি?

গুরু। চিন্তা। ১৪।

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা।
নার্য্যাপিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ॥
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী।
দিব্যং ব্রতং কিঞ্চ সমস্ত দৈন্যম্॥ ১৫॥

শিষ্য। বিজ্ঞ অপেক্ষা মহাবিজ্ঞতম কে?

গুরু। পিশাচী নারী দ্বারা যিনি বঞ্চিত হন না।

শিষ্য। প্রাণীগণের মহাবন্ধন কি?

গুরু। নারী।

শিষ্য। দিব্য ব্রত কি?

গুরু। সকলের নিকটই দীন ভাব প্রকাশ। ১৫।

জ্ঞাতুন্ন শক্যং চ কিমস্তি সর্ব্বৈ।
র্যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্॥
কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দ্দুরাশা।
বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি কো বা॥ ১৬॥

শিষ্য। পুরুষের পক্ষে কি জানা কঠিন?

গুরু। নারীর মন ও চরিত্র।

শিষ্য। জীব সহজে পরিহার করিতে পারে না কি?

গুরু। দুরাশা।

শিষ্য। পশু কে?

গুরু। যিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা বিহীন। ১৬।

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্ব্বিধেয়ো।
মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ॥
মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতম্বিধেয়ং।
সৎসঙ্গতি র্নির্ম্মমতেশভক্তিঃ॥ ১৭॥

শিষ্য। কাহার সঙ্গ করা অবিধি? কাহার সহিত বাস করা অবিধি?

গুরু। মূর্খ, নীচ, পাপী এবং খলের সহিত বাসই অকর্ত্তব্য। তাহাদের সঙ্গ পরিত্যজ্য।

শিষ্য। মুমুক্ষুদিগের আশু কর্ত্তব্য কি?

গুরু। সৎসঙ্গ, নির্ম্মমতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি। ১৭।

লঘুত্ব মূলঞ্চ কিমর্থিতৈব।
গুরুত্বমূলং যদযাচনঞ্চ॥
জাতো হি কো যস্য পুনর্ন জন্মঃ।
কো বা মৃতো যস্য পুনর্ন মৃত্যুঃ॥ ১৮॥

শিষ্য। কিসে লঘু হওয়া যায়?

গুরু। যাচ্ঞা করিলে।

শিষ্য। মহত্বের মূল কি?

গুরু। অযাচ্ঞা।

শিষ্য। সফল জন্ম কার?

গুরু। পুনঃ জন্ম যাঁর হইবে না।

শিষ্য। জীবদ্দশায় মৃত কে?

গুরু। আর মৃত্যু যাহার হইবে না। ১৮।

মূকোঽস্তি কো বা বধিরশ্চ কো বা।
বক্তুং ন যুক্তং সময়ে সমর্থঃ॥
তথ্যং সুপথ্যং ন শৃণোতি বাক্যং।
বিশ্বাস পাত্রং ন কিমস্তি নারী॥ ১৯॥

শিষ্য। মূক কে?

গুরু। সত্য কথা কহিবার সময় যে সত্য কথা কয় না।

শিষ্য। কোন্ ব্যক্তি বধির?

গুরু। সৎকথা শ্রবণে যার আস্থা নাই।

শিষ্য। অবিশ্বাসের যোগ্য কে?

গুরু। নারী। ১৯।

তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং।
কিমুত্তমং সচ্চরিতং যদস্তি॥
ত্যজ্যং সুখং কিং স্ত্রীয়মেব সম্যক্।
দেয়ং পরং কিং ত্বভয়ং সদেব॥ ২০॥

শিষ্য। দ্বিতীয় রহিত তত্ত্ব কি?

গুরু। অদ্বিতীয় শিবতত্ত্ব।

শিষ্য। উত্তম কি?

গুরু। সাধুচরিত্র।

শিষ্য। ত্যজ্য সুখ কি?

গুরু। কামিণী-সঙ্গ-সুখ।

শিষ্য। সকল দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান কি?

গুরু। অভয়। ২০।

শত্রোর্মহাশত্রুতমোঽস্তি কো বা।
কামঃ সকোপোঽনৃতলোভ তৃষ্ণাঃ।
ন পূর্য্যতে কো বিষয়ৈ সএব।
কিং দুঃখমূলম্ মমতাভিধানম্॥ ২১॥

শিষ্য। শত্রুগণ মধ্যে মহাশত্রু কে?

গুরু। কাম, ক্রোধ, লোভ, অসত্য এবং আশা।

শিষ্য। তৃপ্ত হয় না কি?

গুরু। তৃষ্ণাতুরা কামনা।

শিষ্য। দুঃখের কারণ কি?

গুরু। মমতা। ২১।

কিং মণ্ডনং সাক্ষরতা মুখস্য।
সত্যঞ্চ কিং ভূতহিতং সদৈব॥
কিং কর্ম্ম কৃত্বা নহি শোচনীয়ম্।
কামারি কংসারি সমর্চ্চনাখ্যম্॥ ২২॥

শিষ্য। আস্য শোভা কি?

গুরু। যথার্থ কথা।

শিষ্য। প্রাণীগণের হিতকর কি?

গুরু। সত্য।

শিষ্য। কি কার্য্য করিলে আক্ষেপ করিতে হয় না?

গুরু। শিব এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে। ২২।

কস্যাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ।
ক সর্ব্বথা নাস্তি ভয়ং বিমুক্তৌ॥

শল্পং পরম্ কিং নিজমূর্খতৈব।

কে কেত্ব্যপাস্যাঃ গুরুদেব বৃদ্ধাঃ ॥ ২৩ ॥

শিষ্য। কিসের বিনাশে মোক্ষ হয়?

গুরু। চিত্ত চাঞ্চল্য।

শিষ্য। কোথায় একেবারে নির্ভয় হওয়া যায়?

গুরু। মুক্তিক্ষেত্রে।

শিষ্য। অতিশয় দুঃখের কারণ কি?

গুরু। নিজের মূর্খতা।

শিষ্য। কোন্ কোন্ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য?

গুরু। গুরু ও প্রাচীন ব্যক্তির। ২৩।

উপস্থিতে প্রাণহরে কৃতান্তে।

কিমাশুকার্য্যং সুধিয়া প্রযত্নাৎ ॥

বাক্‌কায়চিত্তৈঃ সুখদং যমঘ্নং।

মুরারিপাদাম্বুজ চিন্তনঞ্চ ॥ ২৪ ॥

শিষ্য। মৃত্যুকালে সুধিব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?

গুরু। শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা যমভয়বারণ সুখদ, হরিচরণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ২৪।

কে দস্যবঃ সন্তি কুবাসনাখ্যাঃ।

কঃ শোভতে যঃ সদসি প্রবিদ্যঃ ॥

মাতেব কা বা সুখদা সুবিদ্যা।

কিমেধতেনামবশাৎ সুবিদ্যা ॥ ২৫ ॥

শিষ্য। কাহারা দস্যু?

গুরু। কুবাসনানিচয়।

শিষ্য। সভাস্থল শোভা করে কে ?

গুরু। সদ্বিদ্বান।

শিষ্য। জননীর ন্যায় সুখদায়িনী কে ?

গুরু। সুবিদ্যা।

শিষ্য। কোন্ বস্তু দান করিলেও ক্ষয় হয় না ?

গুরু। ব্রহ্মবিদ্যা। ২৫।

কুতো হি ভীতিঃ সততম্বিধেয়া।
লোকাপবাদাদ্ভবকাননাঞ্চ ॥
কোবাতিবন্ধুঃ পিতরশ্চ কো বা।
বিপৎসহায়াঃ পরিপালকা যে ॥ ২৬ ॥

শিষ্য। সতত কোন্ ভয়ে ভীত হওয়া বিধি ?

গুরু। লোকনিন্দা এবং সংসারারণ্যের শোক, দুঃখ, জন্ম, মরণ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণকে ভয় করিবে।

শিষ্য। পরম সুহৃদ কে ?

গুরু। যিনি বিপদকালে সাহায্য করেন।

শিষ্য। পিতা কে ?

গুরু। প্রতিপালক। ২৬।

বুদ্ধা ন বোধ্যং পরিশিষ্যতে কিং।
শিব প্রসাদং সুখ বোধ রূপম্ ॥
জ্ঞাতে তু কস্মিন্ বিদিতং জগৎস্যাৎ।
সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মানি পূর্ণরূপে ॥ ২৭ ॥

শিষ্য। কোন বোধ হইলে অন্তবোধের আবশ্যক হয় না ?

গুরু। শিবের প্রসন্নতারূপ দিব্যসুখ বোধ হইলে।

শিষ্য। কাহাকে জানিতে পারিলে, জগৎ সম্বন্ধীয় কিছুই অগোচর থাকে না?

গুরু। সর্ব্বাত্মা পূর্ণব্রহ্মকে জানিতে পারিলে। ২৭।

কিং দুর্ল্লভং সদগুরুরস্তি লোকে।
সৎসঙ্গতি ব্রহ্ম বিচারনা চ॥
ত্যাগো হি সর্ব্বস্য শিবাত্মবোধঃ।
কো দুর্জ্জয়ঃ সর্ব্ব জনৈর্ম্মনোজঃ॥ ২৮॥

শিষ্য। দুর্ল্লভ কি?

গুরু। সদ্‌গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচারনা।

শিষ্য। সর্ব্ব ত্যাগের হেতু কি?

গুরু। স্বয়ং শিব এই বোধ।

শিষ্য। দুর্জ্জয় কি?

গুরু। কাম। ২৮।

পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মং।
প্রাচীনশাস্ত্রোঽপি ন চাত্মবোধঃ॥
কিন্তদ্বিষম্ভাতি সুধাপমং স্ত্রী।
কে শত্রবো মিত্রবদাত্মজাদ্যাঃ॥ ২৯॥

শিষ্য। পশু অপেক্ষা মহাপশু কে?

গুরু। যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হয় নাই, অথচ যে প্রাচীন শাস্ত্রমতে ধর্ম্মানুষ্ঠানও করে না।

শিষ্য। কোন্ বিষ অমৃত তুল্য বোধ হয়?

গুরু। রমণী।

শিষ্য। মিত্রবৎ শত্রু কে?

গুরু। পুত্র কন্যা জায়া প্রভৃতি। ২৯।

বিদ্যুচ্চলং কিং ধন যৌবনায়ু—
র্দ্দানং পরং কিং চ সুপাত্রদত্তম্॥
কণ্ঠং গতৈরপ্যসুভির্নকার্য্যং॥
কিং, কিং বিধেয়ং মলিনং শিবার্চ্চা॥ ৩০॥

শিষ্য। চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী কি?

গুরু। ধন, যৌবন এবং জীবন।

শিষ্য। সর্ব্ব দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কি?

গুরু। সুপাত্রে দান।

শিষ্য। কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও অকর্ত্তব্য কি?

গুরু। অধর্ম্ম যাতে হয় এমন অনুষ্ঠান।

শিষ্য। পাপী ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?

গুরু। পতিতপাবন বিশ্বনাথের আরাধনা। ৩০।

অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং।
সংসারমিথ্যাত্ব শিবাত্মতত্ত্বম্॥
কিং কর্ম্ম যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ।
ক্কাস্থা ন কার্য্যা সততং ভবাব্ধৌ॥ ৩১

শিষ্য। অহর্নিশি ধ্যেয় কি?

গুরু। সংসার অসত্য, শিবাত্মজ্ঞান সত্য।

শিষ্য। উত্তম কর্ম্ম কি?

গুরু। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন।

শিষ্য। কিসের প্রতি সর্ব্বদা অনাস্থা হইলে মঙ্গল?

গুরু। অনিত্য সংসারে। ৩১।

কণ্ঠং গতা বা শ্রবণং গতা বা।
প্রশ্নোত্তরখ্যা মণিরত্নমালা॥
তনোতু মোদং বিদুষাং সুরম্যং।
রমেশ গৌরীশ কথেব সদ্যঃ॥ ৩২॥

সমাপ্তম্।

সদ্বিদ্যা ভূষিত সুধিগণ যেরূপ শিবনারায়ণের গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে আমোদিত হন, তদ্রূপ তাঁহারা এই প্রশ্নোত্তরাখ্যা মণিরত্ন-মালা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলেও সুখানুভব করেন। ৩২।

মণিরত্নমালা সম্পূর্ণ।